

‘ক’ ও ‘ক্’-এর ব্যবহার

আমরা অনেকেই ভুলবশতঃ ক্-এর স্থলে ক্ এবং ক্-এর স্থলে ক ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাষার একটি চমৎকার নিয়ম, যুক্তাক্ষর দুইটির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা কেহ কেহ তাহা জানি না বলিয়াই এই ভুল হইয়া থাকে। নিয়মটি খুবই সহজ। একটু সচেতন হইলে জীবনে আর ভুল হইবে না। কোথায় ক্ আর কোথায় ক্ হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যুক্তাক্ষরটির আগের বর্ণটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, আগের বর্ণটির ধ্বনির রেশ অ বা আ- তাহা হইলে অ বা আ-এর পর ক্ হইবে। যেমন, অ-এর পর, পুরস্কার, নমস্কার, সংস্কার, তিরস্কার, মনস্কার, বয়স্কার, মক্ষরা, তেজস্ক্রিয়, তস্কর, তরস্ক ইত্যাদি। আ-এর পর ভাস্কর, ভাস্কর্য, আকস্মিক, আকস্মিক ইত্যাদি। আর-যদি দেখা যায়, আগের বর্ণটির ধ্বনির রেশ ই বা উ, তাহা হইলে ই বা উ-এর পর ক্ হইবে। যেমন, ই-এর পর, পরিস্কার, আবিষ্কার, বহিস্কার, নিকাশন, নিষ্কটক, জ্যোতিষ্ক, মস্তিস্ক, কণিস্ক ইত্যাদি। উ-এর পর চতুষ্ক, চতুষ্কোণ, পুষ্করিনী, দুষ্কর, গুষ্ক, তুষ্ক ইত্যাদি। গুষ্ক বানানের ব্যবহার ভাষার প্রতি ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) এইচ আহমেদ
ময়মনসিংহ-২২২০